মধ্যযুগের ইউরোপ

:: ক্যারোলিঞ্জীয় নবজাগরণ::

46 বছরের রাজত্বকালে (768-814) 54 বার যুদ্ধযাত্রা করে মহামতি শার্লামেন ফ্রান্স হল্যান্ড বেলজিয়াম সুইজারল্যান্ড জার্মানি ইতালির কিছু অংশ ও উত্তর স্পেন ইত্যাদি দিয়েছে নিয়ে শুধু বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নি প্রশাসনিক ও আর্থিক নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই সাম্রাজ্যকে একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর এই স্থিতিশীলতার জন্যই এবং সম্রাটের ঐকান্তিক আগ্রহে ফ্রাঙ্ক রাজ্যে শিল্প সংস্কৃতি চর্চার যে অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটেছিল মধ্যযুগীয় ইউরোপে তা এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই শিল্প সংস্কৃতি চর্চার জাগৃতি কে ক্যারোলিঞ্জীয় রেনেসাঁ বলে পণ্ডিতরা আখ্যায়িত করেছেন।

শার্লামেন নিরক্ষর হলেও বিদ্যা চর্চা যে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন তা ভারত ইতিহাসের মহামতি আকবরের সঙ্গে তুলনীয়। রাজ সভায় তিনি যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন তা প্রাচীন ভারতের বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার সমপর্যায়ের। তারই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহু বিদেশী পন্ডিত এসে তার রাজসভা কে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছিলেন । ওই সব বিদেশি পণ্ডিতদের সাহায্যে শার্লামেন সরস্বতীর রথের চাকা চালিয়ে ছিলেন।

শার্লামেনের পূর্বে কয়েক শতাব্দি ব্যাপী ইউরোপের সাংস্কৃতিক জগৎ ছিল অচলায়তনের বন্দিদশায় আবদ্ধ। সামান্য যেটুকু বিদ্যা চর্চা হতো তা মূলত ছিল ধর্মভিত্তিক , চার্চ ও যাজকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ওই শিক্ষার মূল মন্ত্র ছিল অবিচল বিশ্বাস - বিশ্বাস খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি আস্থা যাজকদের উপর। বিজ্ঞান চর্চা নিষ্প্রয়োজন । সুতরাং যাজকরা গ্রিক বিজ্ঞান বা দর্শন চর্চা কে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ গ্রীক দর্শন বা বিজ্ঞান চর্চা হলো বিধর্মীদের অলস মস্তিষ্কের আবর্জনা মাত্র। আর্চবিশপ থিওফেলাসের নির্দেশে আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগারের একাংশ যেখানে অসংখ্য গ্রিক পান্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল সেগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল । কিছুকাল পরে গণিতজ্ঞ হাইপেশিয়াকে হত্যা করা হয়েছিল । ভীতসন্ত্রস্ত গ্রিক পণ্ডিতেরা এথেন্সে প্লেটোর একাডেমিতে চলে গিয়েছিলেন । কিন্তু 529 খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাস্টিনিয়ান একাডেমি বন্ধ করে দিয়েছিলেন , নিষিদ্ধ করেছিলেন গ্রিক বিদ্যা চর্চা।

জ্ঞানানুশীলন এর জগতে চলেছিল এমনই এক ঘোর অমানিশার যুগ। বিজ্ঞান চর্চা বন্ধ ধর্মশাস্ত্র চর্চায় জ্ঞানানুশীলন এর একমাত্র পথ। মানুষের চেতনা অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। শার্লামেনের পূর্বেকার কয়েক শতাব্দি ব্যাপী ইউরোপীয় মননশীলতার এই হল ইতিহাস। তবে মধ্যযুগীয় মদ গুলি ক্ষীন ধারায় জ্ঞানের শিখা প্রজ্বলিত করে রেখেছিল। বিদ্যানুরাগী শার্লামেন এহেন পরিস্থিতির একটা পরিবর্তন চেয়ে ছিলেন।

নানা কারণে ক্যারোলিঞ্জীয় রেনেসাঁর প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল। বোয়েথিয়াস এবং ক্যারোলিঞ্জীয় সংস্কৃতির নবজাগৃতি মধ্যে ব্যবধান 3 শতাব্দীর। এই সুদীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন মঠের সন্ন্যাসীরা তদানীন্তন সংস্কৃতিকে আগলে রেখেছিলেন এবং উত্তরসূরিদের জ্ঞানচর্চার পথ প্রশস্ত করে গিয়েছিলেন। ইংল্যান্ড , আয়ারল্যান্ড , ভিসিগথ,

স্পেন , ইতালি ইত্যাদি অঞ্চল থেকে ক্যারোলিঞ্জীয় রেনেসাঁ তার উপাদান সংগ্রহ করেছিল। সম্রাট শার্লামেন এর ব্যক্তিগত উদ্যোগেই এই রেনেসাঁ সম্ভব হয়েছিল। খ্রিষ্ট ধর্ম ও চার্চকে রক্ষণা বেক্ষণের জন্য একদল শিক্ষিত যাজক শ্রেণী তৈরি করাই ছিল সম্রাটের প্রারম্ভিক ইচ্ছা। কিন্তু শিল্প সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে অনুরাগ তীব্র থাকায় শেষ পর্যন্ত ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে সম্রাটের বৃহত্তর সংস্কৃতি কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করার জন্য তিনি রাজসভায় যেসব বিদেশি পণ্ডিতের আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন , তারাই সংস্কৃতির নবজাগৃতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এছাড়া রাজা পিপিন ও সেন্ট বোনিফেসের সময়ে চার্চ ও ফ্রাঙ্ক রাজ পরিবারের মধ্যে সমঝোতা এবং সম্রাট শার্লামেন এর খ্যাতির কারণে যেসব আইরিশ পন্ডিত ফ্রাঙ্ক রাজ্যে অভিপ্রয়াণ করেছিলেন , ক্যারোলিঞ্জীয় রেনেসাঁয় তাদের অবদান স্মরণীয় । তদুপরি শার্লামেনের দক্ষ শাসনে ফ্রাঙ্ক রাজ্যে যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছিল তা অবশ্যই রেনেসাঁর উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছিল। শার্লামেনের মৃত্যুর পরেও নবম শতকের অনেকটা সময় জুড়ে এই রেনেসাঁসের অস্তিত্ব দেখা গিয়েছিল ।

সাম্রাজ্যের ধনী-দরিদ্র যাজক সবার সন্তান যাতে শিক্ষা লাভ করতে পারে সেজন্য শার্লামেন 787 খ্রিস্টাব্দে এক আইন জারি করে সমস্ত বিশপ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল ও প্রত্যেকটি মঠে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই আইনে বলা হয়েছিল যে প্রতিটি মানুষের উচিত তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানো , যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা সুশিক্ষিত হয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তিনি বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। আঁখেন রাজপ্রাসাদের মধ্যে শার্লামেন একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এখানে রাজ পরিবার এবং রাজকর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের যোগদান ছিল বাধ্যতামূলক। প্রাসাদ বিদ্যালয় ছাড়াও ক্লিমেন্ট নামে আয়ারল্যান্ডের এক পণ্ডিতকে তিনি ফ্রান্সে একটি বিদ্যালয় পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন। সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এমনকি কৃষক সন্তানদের তিনি ক্লিমেন্ট এর কাছে লেখাপড়ার জন্য পাঠাতেন। এদের যাবতীয় খরচ সম্রাট স্বয়ং বহন করতেন। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানিতে অনেক মঠ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ওইসব বিদ্যালয় থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি হয়েছিল। পণ্ডিতদের সাহায্যে তিনি বর্ণমালার সংস্কার করেছিলেন এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক গুলি সংকলন করেছিলেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ধর্মশাস্ত্রের চেয়ে ট্রিভিয়াম অর্থাৎ ব্যাকরণ , অলংকার , ন্যায়শাস্ত্র এবং কোয়াড্রিভিয়াম অর্থাৎ পাটিগণিত , জ্যামিতি , জ্যোতির্বিদ্যা , সংগীতশাস্ত্র ইত্যাদি পঠন-পাঠনের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এইসব বিদ্যালয়ের দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা প্রায় সকলেই ছিলেন যাজক , শার্লামেনের ঘনিষ্ঠ , যোদ্ধা গোষ্ঠীর লোক এবং অফ্রাঙ্ক জাতির। সেই যুগে শিক্ষাকে সর্বজনীন করার প্রয়াস এর মধ্যে অভিনবত্ব রয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।
আলকুইনের পরামর্শক্রমে সম্রাট যে শিক্ষা সংক্রান্ত অনুশাসন জারি করেছিলেন তার আওতাধীনে এসেছিল তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় - মঠ পরিচালিত (ভাবি যাজকদের শিক্ষাদান করা হতো); ক্যাথিড্রাল বিদ্যালয় (ধর্ম-ও ধর্ম বহির্ভূত শিক্ষা দান)এবং গ্রামীণ বিদ্যালয় (সাধারণত নিরক্ষরদের স্বাক্ষর করা হতো)। আলকুইনের শিক্ষা পরিকল্পনা হয়তো সম্পূর্ণ সার্থক হয়নি কিন্তু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়ে সাম্রাজ্যে একটা শিক্ষার মান প্রতিষ্ঠা করা নিঃসন্দেহে যুগের বিচারে উল্লেখযোগ্য অবদান।

রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও শার্লামেনের মৃত্যুর পরেও ওইসব বিদ্যালয়গুলির বিদ্যাচর্চায় ছেদ পড়েনি । অনেক মঠে গড়ে উঠেছিল বড় বড় গ্রন্থাগার । ফুলডায় সিউটোনিয়াস, ট্যাসিটাস , কলুমেল্লা , আমিয়ামাস , মার্সেলিনাস প্রমুখের রচনা সংরক্ষিত হয়েছিল। লর্সের গ্রন্থাগারে ছিল 600 র বেশি গ্রন্থ । ধ্রুপদী যুগ সম্পর্কে গবেষণা করতে ক্যারোলিঞ্জীয় যুগের এইসব সংরক্ষিত পান্ডুলিপির উপরই গবেষককে নির্ভর করতে হয়েছে।

ক্যারোলিঞ্জীয় সংস্কৃতির নবজাগরণ যেসব পণ্ডিতদের নিরলস প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ নর্দামব্রিয়া থেকে আগত প্রাসাদ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আলকুইন (735-804 খ্রি:)। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ পন্ডিত ভেনারেবল বীড এর শিষ্য , ইয়র্কের আর্চবিশপ এগবার্ট পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং পরবর্তীকালে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক আলকুইন শার্লামেনের অনুরোধে আখেনের রাজকীয় বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং 781 খ্রিস্টাব্দে পর থেকে প্রায় একটানা শার্লামেনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ভেনারেবল বীড কে ক্যারোলিঞ্জীয় রেনেসাঁর জনক বলা যেতে পারে। কেননা তার শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তাধারা তারই শিষ্য আলকুইন এর মাধ্যমে ক্যারোলিঞ্জীয় শিক্ষার মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছিল। শার্লামেনের সাহায্য নিয়ে তিনি ইংল্যান্ড থেকে পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি , রোম থেকে পোপ গ্রেগোরি দ্যা গ্রেট এর পত্রাবলী , এবং প্রাক্তন ছাত্র ত্রিভের আর্চবিশপ রিকবড় এর কাছ থেকে কিছু পান্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন। এমনিভাবে ক্যারোলিঞ্জীয় শিক্ষার উপকরণ ইংল্যান্ড , আয়ারল্যান্ড এবং ইতালির বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। আলকুইন ছাড়া অন্যান্য পন্ডিত ল্যাটিন সাহিত্য ও খ্রিষ্টধর্ম সাহিত্যের পান্ডুলিপি অনুলিখন , সম্পাদনা , সংরক্ষণ ও অনুশীলনের আত্মনিয়োগ করায় এবং বোয়েথিয়াস , ভার্জিল এবং অন্যান্য বিখ্যাত সাহিত্যিক দের রচনা বলিও ভাবি কালের জন্য সংরক্ষিত হয়েছিল ।
আলকুইনের নির্দেশে মঠ গির্জা সংলগ্ন বিদ্যালয়গুলিতে গীত সংহিতা , মন্ত্রোচ্চারণ , ঋতু বিভাজন ও ব্যাকরণ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। তুর , প্যারিস , ফুলডা , শাত্রে , লায়ন ইত্যাদি অঞ্চল বিদ্যা চর্চার পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। আলকুইন ট্রিভিয়াম ও কোয়াড্রিভিয়াম অর্থাৎ সাতটি কলাবিদ্যা কে শিক্ষার ভিত্তি করে তুলেছিলেন । তিনি ব্যাকরন বানান অলঙ্কারশাস্ত্র দ্বান্দ্বিক স্বাস্থ্য বিষয়ক গ্রন্থ এবং মানবাত্মা নিয়ে 'De animae ratione' গ্রন্থ ইত্যাদি রচনা করেছিলেন।

সার্ভিক্স শিক্ষা প্রসারের যে প্রচেষ্টা আলকুইন করেছিলেন , যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তার শীর্ষ বর্গের মধ্যে তা অব্যাহত ছিল। তার শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম হলেন পল দা ডীকন। ইনি ছিলেন ইতালি লোম্বার্ড পন্ডিত। শার্লামেনের রাজকীয় বিদ্যালয় তিনি যোগদান করেছিলেন। তাঁর রচিত 'লোম্বার্ডদের ইতিহাস' গ্রন্থে লোম্বাডদের কাহিনী বিবৃত হয়েছে । তার 'রোমের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটি রোমের গৌরবময় ঐতিহ্যের সংগে শার্লামেনের রাজসভার পরিচয় করে দিয়েছিল । রাজসভা থেকে চলে যাবার পরেও ডেকন সম্রাটকে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তারে পরামর্শ দিয়ে গেছেন।

ফ্রাঙ্ক রাজসভার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রুপে অভিনন্দিত স্পেনের ভিসিগথ কবি থিয়োডুলফ বিশপ নিযুক্ত হবার পরে ধর্মীয় ব্যাপারে সম্রাটকে সাহায্য করেছিলেন। ধর্মতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ এই কবি ল্যাটিন কবিতা ছাড়াও ভালগেট বাইবেল এর শুদ্ধ পাঠ সম্পাদনায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শার্লামেনের মৃত্যুর পরে যেসব স্পেনীয়

পন্ডিত ক্যারোলিঞ্জীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন তারমধ্যে এ্যাগোবার্ড ও ক্লোদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শার্লামেনের ঘনিষ্ঠ এই পণ্ডিতেরা ধ্রুপদী লেখকদের এবং বাইবেলের চরিত্রাবলী নামানুসারে নিজেদের পরিচয় দিতেন । শার্লামেনের পরিচিতি ছিল ডেভিড নামে ।

আলকুইন এবং তার সহযোগী পণ্ডিতরা ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন , পরবর্তীকালে পণ্ডিতেরা বিশেষ করে ফ্রান্সের সন্তান ও আঁখেনের প্রাসাদ বিদ্যালয়ের সম্রাটের বন্ধু ও সুপন্ডিত আইনহার্ড তাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। শার্লামেনের মৃত্যুর পরে তিনি সহপাঠী সম্রাট লুই দা পায়াস এর সচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন । কিন্তু রাজপরিবারের অন্তর্কলহে দুঃখিত হয়ে তিনি সেলিগেনস্ট্যাডের এ্যাবিতে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই 828 খ্রিস্টাব্দে ল্যাটিন পন্ডিত সিউটোনিয়াস এর রচিত দ্বাদশ সিজারের জীবনীর আদলে শার্লামেনের আত্মজীবনী লিখেছিলেন, যা সে যুগের শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ বলে স্বীকৃত।

শার্লামেনের রাজসভায় যে সমস্ত বিদেশি পণ্ডিতদের আগমন ঘটেছিল তিনারা হিঙ্কমার , স্ট্যাবো , লুপ , এঞ্জিলবাট , এ্যাবট লুপাস , স্কট জন , ডুঙ্গাল , ডিকুইল ও পিটার প্রমূখ পন্ডিত মৌলিকত্বের পরিচয় না দিলেও ধ্রুপদী সাহিত্যের ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন।
ক্যারোলিঞ্জীয় রেনেসাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো ধ্রুপদী সাহিত্যে ফিরে যাওয়া এবং প্রয়োজনে তাদের পুনরুদ্ধার করা। প্রাচীন যাজকদের ধর্ম উপদেশ গুলি সংকলিত করা হয়েছিল। ইতালির বিখ্যাত মন্টি ক্যাসিনো মঠের প্রতিষ্ঠাতা সেন্ট বেনেডিক্ট এর মোট সংক্রান্ত নিয়মাবলী একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ মন্টি ক্যাসিনোতে সংরক্ষিত ছিল। যেসব যাজক নিজেদের ধর্ম উপদেশ তৈরি করতে পারতেন না , তাদের ব্যবহারের উপযোগী একটি ধর্ম উপদেশের সংকলন তৈরি করেছিলেন শার্লামেনের নির্দেশে পল দ্য ডেকন।

ধ্রুপদী সাহিত্য চর্চা ও সংরক্ষণ এর পাশাপাশি সৃজনশীল সাহিত্য রচনা প্রয়াসও লক্ষ্য করা গেছে। ফেরিয়ার এর এ্যাবট লুপাস পেগান সাহিত্য নিয়েই বেশি চর্চা করেছিলেন। স্কট জনের on the division of nature একটি মৌলিক রচনা। গ্রীক দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ ডায়োনিসাস কে তিনি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তার চিন্তাধারা প্লেটোনিক রহস্যবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। আইসোডোন এর রচনা কে ভিত্তি করে রাবানাস মৌরস লিখেছিলেন ডি রেরাম ন্যাচুরিস নামে একটি বিশ্বকোষ। আইর হাতের লেখা আইনহার্ড এর লেখা শার্লামেন এর জীবনী সে যুগের শ্রেষ্ঠ জীবনী গ্রন্থ। ক্যারোলিঞ্জীয় কাব্যের কথা অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে। এযুগের ল্যাটিন কাব্যের চারটি গ্রন্থ পাওয়া গেছে । এই কবিতাগুচ্ছ আকারে দীর্ঘ এবং ভার্জিল ও ওভিডের কবিতার আদলে রচিত। এই কাব্য গুলির বিষয়বস্তু ছিল শার্লামেনের সামরিক অভিযান খ্রিস্ট ধর্মের ব্যাখ্যা ও মঠ জীবনকথা ইত্যাদি এইসব কাব্যগ্রন্থে মানব-মনের বিচিত্র ভাব সুন্দর ভাবে চিত্রিত হলেও এগুলির কাব্য মান তেমন উন্নত নয়।

সে যুগের পণ্ডিতরা শুধু ধ্রুপদী সাহিত্য চর্চা ও সংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে আঞ্চলিক সাহিত্য অবহেলিত থেকে গেছে । যেসব আঞ্চলিক গাথা চারণ কবিরা রচনা করেছিলেন , তা মানুষের মুখে মুখে ফিরত। কিন্তু তাদের লিপিবদ্ধ করা হয়নি। আইনহার্ড লিখেছেন যে শার্লামেন ওইসব মনমুগ্ধকর গাঁথা গুলি লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তেমন সফল হননি বলে বেশিরভাগ গাথাগুলিই অবলুপ্ত হয়ে গেছে ।

ধ্রুপদী সাহিত্যের যথার্থ রূপ ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় লিপি ক্যারোলিঞ্জীয় যুগের প্রথম দিকে ছিল না সুতরাং লিপিমালার প্রয়োজন দারুণভাবে অনুভূত হচ্ছিল আল কুইন এবং তার শিষ্য ফ্রেডি গাইসের এ্যাবটের উদ্যোগে সর্বজনগ্রাহ্য একটি লিপিমালা তৈরি করা হয়েছিল । এই লিপি গুলি ছিল স্পষ্ট এবং বড় আকারের আর এস লোপেজ বলেন যে লিপির সংস্কারই ক্যারোলিঞ্জীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় এবং স্থায়ী অবদান ছিল। ক্যারোলিঞ্জীয় সীমানা অতিক্রম করে এই লিপির ব্যবহার স্পেন ইংল্যান্ড ও ইতালিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজও ইউরোপে গ্রন্থ রচনায় এই লিপিমালাই ব্যবহৃত হয়। শার্লামেনের অনুরোধ ক্রমে বিভিন্ন দেশের সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতদের যে আগমন ঘটেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মধ্যযুগীয় শিল্পকলা স্থাপত্য শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। পশ্চিম ইউরোপীয় স্থাপত্যে তখন তিনটি প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে । 1. প্রাচীন রোমান খ্রিস্টান ঐতিহ্য , 2.আঞ্চলিক ধারা এবং 3. বাইজানটাইন ধারা । স্থাপত্য শিল্পের অনুরাগী শার্লামেন তার রাজধানী আঁখেন কে রোমান স্থাপত্য রীতিতে গড়ে তুলেছিলেন। রুম থেকে পুরানো স্তম্ভ মূর্তি ও অন্যান্য মনোহর জিনিস এনে আখেন নগরীকে মনোরম করে তুলেছিলেন। ক্যারোলিঞ্জীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য হলো রোমান স্থাপত্য রীতি এবং ফ্রাঙ্ক আদিম সারল্য ও ঋজুতার সংমিশ্রণ ।

উক্ত আলোচনার পেক্ষাপটে আমাদের একটা প্রশ্ন জাগে ক্যারোলিঞ্জীয় যুগে যে সাংস্কৃতিক উত্তরণ ঘটে ছিল তাকে রেনেসাঁ বলা যায় কিনা ? ক্যারোলিঞ্জীয় যুগে অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক বিকাশ কে অধিকাংশ পন্ডিত রেনেসা বলেছেন। তবে বিভিন্ন পন্ডিত নানাভাবে তাত্বিক আলোচনা করেছেন ঠিকই কিন্তু অত গভীরে না গিয়ে এ কথায় প্রযোজ্য যে , ইতালির রেনেসাঁ সঙ্গে ক্যারোলিঞ্জীয় রেনেসাঁ হুবহু অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। কেননা উভয় রেনেসাঁর পরিপ্রেক্ষিত এবং পরিসর ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

ইতালিও রেনেসাঁর ক্ষেত্র ছিল সুবিশালএবং তা সমাজের প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষকে স্পর্শ করেছিল । কিন্তু ক্যারোলিঞ্জীয় রেনেসাঁর ক্ষেত্রটি ছিল সংকীর্ণ। মূলত ফ্রাঙ্ক রাজসভা ও যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যেই জ্ঞানচর্চার ক্ষীন ভাবধারা ছিল আবদ্ধ । জেমস থমসন ও এডগার জনসন বলেন যে যদি রেনেসাঁ অর্থে ল্যাটিন ভাষার ধ্রুপদী বিশুদ্ধতায় ফিরে যাওয়া বোঝায় , যদি বোঝায় ধ্রুপদী গদ্যও কাব্যের অনুকরণে সাহিত্য রচনা, তাহলে নবম শতকে অবশ্যই সীমিত অর্থে নবজাগরণ ঘটেছিল। তবে এই সাংস্কৃতিক উজ্জীবন কে হেনরি পিরেনের মতো অধঃপতন বলাও ঠিক হবে না । তবে মনে রাখতে হবে যে ক্যারোলিঞ্জীয় সংস্কৃতিক উত্তরণের প্রয়াস সম্রাট কেন্দ্রীক এবং ধর্ম ও যাজক শ্রেণী ভিত্তিক হলেও পূর্ববর্তী প্রায় 400 বছরের অনিশ্চয়তা পার হয়ে ক্যারোলিঞ্জীয় যুগে ইউরোপীয় সমাজ নতুন ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছিল। সে ক্ষেত্রে নানা সীমাবদ্ধতা থাকাটাই স্বাভাবিক।